কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

নথি নং- ১২.০৯৮.০৩৫.০৩.১১.০৪৬.২১৪.২০১৪-২৮৪ **তারিখ ঃ ২৫-০৬-২০১৫ খ্রিঃ**

বিষয় ঃ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২১-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নে শাক-সবজি, ফলমূল, পান ইত্যাদি রপ্তানিতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ক) কার্যবিবরণী
খ) উপস্থিতির তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)

২৫.০৬.১৫

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ৯৫৪০২৩৮
E-mail: azimseed@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (**দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ** উপ-সচিব, রপ্তানি-১)।
২। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক, সরেজমিন উইং/ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং/ ক্রপস উইং/ হর্টিকালচার উইং/ ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা-১০০০।
৭। মহা ব্যবস্থাপক, উদ্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা-১০০০।
৮। প্রফেসর ড. বাহানুর রহমান, মাইক্রোবাইলোজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভেনিউ, ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ----------অঞ্চল।
১১। উপ-সচিব, সম্প্রসারণ-৩ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১২। পরিচালক (কমোডিটিস), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১৩। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,----------জেলা।
১৪। উপ-পরিচালক (রপ্তানি/আমদানি), উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫। উপ-পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
১৬। প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Phytosanitary Capacity in Bangladesh প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭। মোঃ আহছান উল্যা, কনসালটেন্ট (পিআরএ), "Strengthening Phytosanitary Capacity in Bangladesh" প্রকল্প, ডিএই, ঢাকা।
১৮। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভেনিউ, ঢাকা।
১৯। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (আমদানি/রপ্তানি/রুলস, পলিসি ও পরীক্ষাগার), উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২০। সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ/ সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ, (আমদানি/রপ্তানি/রুলস, পলিসি ও পরীক্ষাগার), উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, ঢাকা।
২১। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রডাক্টস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, রহমানিয়া কমপ্লেক্স, ২৮/১/সি টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।
২২। জনাব----------।
২৩। অফিস কপি।

অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (**কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ**)।
০৪। মহাপরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

E:\Meeting Minutes\Meeting Minutes Letter.doc

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ উইং
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.moa.gov.bd

বিষয় ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নে শাক-সবজি, ফলমূল, পান ইত্যাদি রপ্তানিতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ।

গত ২১/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নে শাক-সবজি, ফলমূল, পান ইত্যাদি রপ্তানিতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন সংক্রান্ত একটি সভা আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে মহাপরিচালক, ডিএই এর সম্মেলন কক্ষ, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, জনাব এ জেড এম মমতাজুল করিম, মহাপরিচালক, ডিএই এবং বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রডাক্টস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক"-তে দেয়া আছে।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খাঁন, উপ-পরিচালক (রপ্তানি), উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে Salmonella ব্যাকটেরিয়া উপস্থিতির কারণে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক পান রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। পরবর্তীতে ২৫ ও ২৭ শে জুন ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন হতে পর পর ০২ (দুই) টি পত্র পাওয়ার পরিপেক্ষিতে জুলাই মাসে একটি Action plan তৈরী করে EU-তে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে আগষ্ট মাসে EU হতে Action plan এর সঠিক ও দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের তাগিদ প্রদান পূর্ব্বক উল্লেখ করে যে, সেপ্টেম্বর/২০১৪ এর পর কোন একটি পণ্য একাদিক্রমে ৫টি Interception হলে উক্ত পণ্য রপ্তানির উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ০৭ মে/২০১৫ EU কর্তৃক উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই কে ৬টি পণ্য Critical Commodities হিসেবে ঘোষণার কথা জানানো হয়। ঘোষিত ৬টি Critical Commodities হলো Amaranthus sp., Citrus sp., Trichosanthes sp., Corchorus sp., Ocimum sp., Momordica sp.। EU কর্তৃক ঘোষিত ৬টি Critical Commodities এর মধ্য থেকে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা কর্তৃক ৩টি পণ্যের উপর সাময়িক ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, পণ্যগুলো হলো Amaranthus sp., Citrus sp. (জারা লেবু বাদে), Trichosanthes sp.। বাকি ৩টি Corchorus sp., Ocimum sp., Momordica sp. রপ্তানি করা যাবে। EU ঘোষিত ৬টি Critical Commodities এর মধ্যে যে কোন একটির ক্ষেত্রে Non-compliance হলে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক তা আমদানি নিষিদ্ধ হতে পারে। তবে শাক-সবজি ও পানের ক্ষেত্রে Contract Farming এবং রপ্তানিকারকের রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। ইতোমধ্যে ১৮ মে থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত মোট ৬২ জন রপ্তানিকারক রপ্তানির নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু রপ্তানিকারকগণ এ পর্যন্ত Contract Farming এর বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

অতপর রপ্তানীকারকগণের মধ্য থেকে রপ্তানীকারক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনসুর নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধন নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। EU তে রপ্তানির জন্য অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে এবং যারা নিবন্ধন করবে না তারা PC এর জন্য আবেদন করতে পারবেন না। তবে Contract Farming একটি নতুন বিষয় বিধায় এটি বাস্তবায়নে তিনি সময় প্রার্থনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে EU ছাড়াও মধ্য প্রাচ্যে রপ্তানির ক্ষেত্রেও শর্ত আরোপের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। BFVAPEA সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, মধ্য প্রাচ্যে রপ্তানির জন্য কোন বাধ্যবাধকতার দরকার নেই, তবে EU তে রপ্তানির জন্য প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন এলাকা নির্বাচন করতে হবে যার জন্য ডিএই এর সহায়তা প্রয়োজন। প্রফেসর ডঃ বাহানুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, Cluster Group করে Contract Farming এর কাজ শুরু করতে হবে এবং কৃষক নির্বাচন করে রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করতে হবে। তাছাড়া একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তৈরী করতে হবে। যেন একই স্থানে পণ্য প্রসেসিং থেকে প্যাকিং পর্যন্ত সমূদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। একই সাথে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরীতে পর্যাপ্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। পানের Salmonella Bacteria Contamination এর বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানিতে Salmonella Bacteria পাওয়া যায়। পানপাতা ধোয়ার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি (গভীর নলকুপ) সরাসরি ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত ফাইটোসেনেটারী শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সম্মানিত কনসালটেন্ট (Procurement) জনাব আইয়ুব হোসেন জানান যে, দ্রুততম সময়ে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস Identification এর জন্যে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রামে একটি Kit Box সরবরাহ করা হয়েছে এবং শ্যামবাজারে একটি Central Processing Centre স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। তাছাড়াও প্যাকিং হাউজে যারা প্যাকিং, গ্রেডিং, সর্টিং এর কাজে নিয়োজিত আছে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যা চলতি মাসে সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তীতে

BFVAPEA এর উপদেষ্টা মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম সভাকে অবহিত করেন যে, কৃষকদের পান রপ্তানি বিষয়ে সচেতনতার জন্য কুষ্টিয়ায় ২ দিনের এবং নাটোরে ১৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। তিনি এদেশের জমিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হওয়াতে Contract Farming এর জটিলতার কথা উল্লেখ করেন। তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভার সভাপতি সকলকে অবহিত করেন যে, রপ্তানীকারক রেজিষ্ট্রেশন ও Contract Farming এর মাধ্যমে শাক-সবজি রপ্তানি করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে না আসলে এ বিষয়ে কোনো প্রণোদনা পাওয়া যাবে না।

সভায় অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সবাইকে আশ্বস্ত করেন যে, EU তে রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। তিনি EU তে পান রপ্তানির বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যাটি অতি সহজে এবং দ্রুততম সময়ে সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা মাফিক কাজ করার গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন এবং কোনো ক্রমেই নিম্নমানের পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে যাতে রপ্তানি করা না হয় সেজন্য ডিএই এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং রপ্তানীকারকদের অনুরোধ জানান।

Hortex Foundation এর পক্ষ থেকে মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে এবং কিছু সীমিত কর্মকর্তাগণকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রপ্তানি দ্রব্যসমূহ Farm to Export Point এ কাজ করতে হবে। EPB এর পক্ষ থেকে পরিচালক জনাব আব্দুর রৌফ EPB তে গত ০৯/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত ৬টি সিদ্ধান্তের বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। যেখানে আগামী ১ মাসের মধ্যে রপ্তানিকারকদের নিবন্ধনের এবং রপ্তানিকারক সমিতি কর্তৃক কৃষকদের সাথে চুক্তিপত্রের রূপরেখা DAE এবং EPB তে প্রেরনের কথা উল্লেখ করা হয়। BFVAPEA এর উপদেষ্টা মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম উল্লেখ করেন ২০১৫ সালের মধ্যে রপ্তানিকারক সমিতি ৫টি এলাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। যার ২টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্মোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	আগামী জুলাই/২০১৫ মাস থেকে পান রপ্তানির লক্ষ্যে রপ্তানিকারক নিবন্ধন এবং Contract Farming চুড়ান্ত করতে হবে।	রপ্তানিকারক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এবং ডিএই
২.	প্রাপ্ত ৬২ জন রপ্তানিকারক ও ১০০ জন কৃষকের তালিকা আগামী ২৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে EPB তে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	রপ্তানিকারক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এবং ডিএই
৩.	নতুন আগ্রহী রপ্তানীকারকগণের নিবন্ধন আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই এবং BFVAPEA
৪.	Contract Farming এর জন্য রপ্তানিকারক ও ডিএই কর্মকর্তা যৌথভাবে কৃষক নির্বাচন করবে। এর প্রাথমিক কাজ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু করতে হবে। নিয়মিত পর্যবেক্ষনের জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং হতে ৪/৫ জন কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে হবে।	রপ্তানিকারক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এবং ডিএই
৫.	পণ্য প্যাকিং এর জন্য নিয়োজিত শ্রমিকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনেটারী ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ডিএই, ঢাকা
৬.	ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে শাক-সবজি, ফল-মূল ও পান রপ্তানি অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি ৩০ জুন/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।	উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।
৭.	ফাইটোসেনেটারী সার্টিফিকেট জাল প্রতিরোধের জন্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং এ ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করে ১লা জুলাই থেকে নতুন ফর্ম-এ PC ইস্যু করতে হবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর প্রধান কার্যালয়ের প্রাথমিক অনুমতি সাপেক্ষে সংশি- ষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে PC গ্রহণ করতে হবে। Miss diclared কোন শাক-সবজি রপ্তানি করা যাবে না। যে কয়টি ফার্মকে পূর্বানুমতি দেয়া হবে তারাই রপ্তানি করবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এবং ডিএই

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আনোয়ার ফারুক)
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক, বীজ উইং
ফোন: ৯৫৪০১২০